প্রশ্নফাঁস করে কোটি কোটি টাকার মালিক

আদালত প্রতিবেদক
২৭ জুন ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৭ জুন ২০১৯ ০০:৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ‘ঘ’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে দায়ের হওয়া চার্জশিটভুক্ত পলাতক ৭৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মহানগর হাকিম সারাফুজ্জামান আনছারী শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আসামিদের গ্রেপ্তার করা গেল কিনা আগামী ৩০ জুলাই এ সংক্রান্ত পুলিশ প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করেন বিচারক। এদিকে একই ঘটনায় চার্জশিট হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের চার্জশিটটি সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে বদলির আদেশ দিয়েছেন আদালত। এর আগে গত রবিবার ওই মামলায় ৮৭ শিক্ষার্থীসহ ১২৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চারটি চার্জশিট দাখিল করে সিআইডি। যার মধ্যে দুটি চার্জশিটে আসামি ১২৪ জন করে। এ ছাড়া ১ জন আসামি নাবালক হওয়ায় তার জন্য শিশু আইনের একই ধারায় দুটি চার্জশিট দাখিল করা হয়। চার্জশিটের এবং মামলার নথির তথ্যানুযায়ী ১২৫ আসামির মধ্যে বিভিন্ন সময় ৪৭ জন গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে তারা সবাই জামিনে রয়েছেন। এদের মধ্যে আবার ৪৬ জনই প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। সে অনুযায়ী চার্জশিটের ৭৮ আসামি পলাতক রয়েছেন। চার্জশিটের বলা হয়, আসামিদের অনেকেই ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বিভিন্ন চাকরির নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এর মধ্যে নাটোরের সাবেক ক্রীড়া কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান এছামী ছাপাখানা থেকে প্রশ্নফাঁস সিন্ডিকেটের মাস্টারমাইন্ড। তার সহযোগী খান বাহাদুর, সাইফুল ইসলাম, সজীব ইসলাম, বনি ইসরাইল, আশরাফুল ইসলাম আরিফ, মারুফ হাসান। ডিজিটাল ডিভাইস জালিয়াত চক্রের হোতা বিকেএসপির বরখাস্ত হওয়া ক্রীড়া কর্মকর্তা অলিপ কুমার বিশ্বাস, ৩৮তম বিসিএসে নন-ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ইব্রাহীম মোল্যা, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাসুদুর রহমান তাজুল, বিএডিসির সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল ও আইয়ুব আলী বাঁধন। আরও আছেন মহীউদ্দিন রানা, আবদুল্লাহ আল মামুন, ইশরাক হোসেন রাফি, ফারজাদ সোবহান নাফি, আনিন চৌধুরী, নাভিদ আনজুম তনয়, এনামুল হক আকাশ, নাহিদ ইফতেখার, রিফাত হোসেন, বায়েজিদ, ফারদিন আহম্মেদ সাব্বির, তানভি আহম্মেদ, প্রসেনজিৎ দাস, আজিজুল হাকিম, তানভির হাসনাইন, সুজাউর রহমান, রাফসান করিম, আখিনুর রহমান অনিক, কদমতলীর ধনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাহাত

ইসলাম, জাহিদ হোসেন, হাজারীবাগ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র আবির ইসলাম নোমান, সুজন, তিতুমীর সরকারি কলেজের অনার্সের ছাত্র আল আমিন, সুফল রায় ওরফে শাওন, সাইদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী আহসানউল্লাহ ও শেরপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন। দেশব্যাপী প্রশ্নফাঁসের আলোচিত ঘটনার শুরু ২০১৭ সালের ২০ অক্টোবর। ওইদিন মধ্যরাতে একজন গণমাধ্যমকর্মীর দেওয়া কিছু তথ্যের ভিত্তিতে ঢাবির দুটি আবাসিক হলে সিআইডি অভিযান চালিয়ে মামুন ও রানা নামে দুই শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরদিন পরীক্ষার হল থেকে গ্রেপ্তার হন রাফি নামে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থী। এর পর ওইদিনই শাহবাগ থানায় একটি মামলা করা হয়